বিষয় – অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (সামান্য অধ্যয়ন)

<u>অভিজ্ঞান কোন কাব্য শ্রেণীর</u> –

বর্ণনার্থক কব্ ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয়ের যোগে কাব্য পদটি সিদ্ধ হয়। প্রজাপতি কবির মন্ময় ভাবনার রসময় (বাক্যাশ্রয়ে) স্বতঃ স্ফুরণ বা বর্ণন হল কাব্য। সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলেছেন -(বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।)। সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বে কাব্যকে দৃশ্য ও শ্রব্যভেদে প্রধান দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। দৃশ্যকাব্য আবার রূপক ও উপরূপক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। রূপকশ্রেণীর দৃশ্য কাব্যের অবান্তর দশটি ভেদ বর্তমান। উপরূপক শ্রেণীর আঠারোটি।

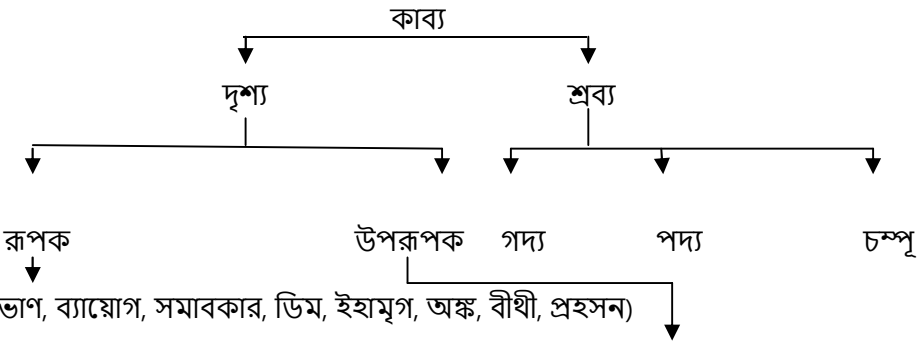

(নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা, প্রকরণী, হল্লীশ ও ভানিকা।)

শকুন্তলা রূপকশ্রেণীর নাটক জাতীয় দৃশ্যকাব্য।

<u>অভিজ্ঞানের রচয়িতা ?</u>

অভিজ্ঞানের রচয়িতা যে মহাকবি কালিদাস সে বিষয়ক আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হল-

নাটকটির আরম্ভে নান্দী পাঠানন্তর সূত্রধার উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর সহৃয়তা প্রকাশ করেছেন এবং নটী কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, - আজ আমরা কালিদাস রচিত অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নামে নতুন নাটকের অভিনয় দ্বারা এঁদের তুষ্টি বিধান করব। (*অদ্য খলু কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা অভিজ্ঞানশকুন্তলনামধেয়েন নবেন নাটকোনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ।*) এছাড়াও – কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশাকুন্তলম্। তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কোস্তত্র শ্লোকচতুষ্টয়ম্।। ইত্যাদি সূক্তি হতেও জানা যায় যে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ কালিদাসেরই নাট্যকৃতি।

<u>কালিদাসের সময়কাল</u>

খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক হতে খৃষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সুদীর্ঘ সাতশো বছরের সময়কালের বিশেষ বিশেষ সময়কে বিভিন্ন গবেষক কালিদাসের আবির্ভাব কাল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।স্যার উইলিয়াম্ জোন্স, ডঃ পিটারসন প্রমুখ পণ্ডিতেরা খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতককে কালিদাসের আবির্ভাব কাল হিসাবে নির্দেশ করেছেন। তাঁদের এই মতের পিছনে যুক্তি হল – জ্যোতির্বিদ্যাভরণ গ্রন্থের বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার নির্দেশক এই প্রখ্যাত শ্লোকটি- (ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু –বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ। খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য।।) জ্যোতির্বিদ্যাভরণ গ্রন্থের গ্রন্থকার হিসাবে কালিদাসের নামই প্রচলিত। গ্রন্থের রচনাকাল

খৃ.পূ. ৩৩ অব্দ। এলাহবাদের ভীটায় উৎখননে একটি পদক আবিষ্কার করেন ডঃ মার্শাল , ঐ পদকে অভিজ্ঞানের উদ্বোধনী দৃশ্যের অনুরূপ একটি চিত্র চিত্রিত হয়েছে। উক্ত পদকটি শুঙ্গ যুগের। অতএব শুঙ্গযুগে কালিদাসের নাটকাবলী যথেষ্ট বিখ্যাত ছিল বলা যায়। শুঙ্গযুগের রাজত্ব কাল – ১৮৭ খৃ.পূর্বাব্দ থেকে ৭৫ অব্দ। সুতরাং এই নিরিখেও কালিদাসকে খৃ.পূর্বাব্দবর্তী বলা চলে। পক্ষান্তরে কালিদাসের সময়কালকে ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী বলা যাবে না। কারণ রবিকীর্তি রচিত ২য় পুলকেশীর আইহোল শিলালেখে কালিদাসের ও ভারবির নাম যুগপৎ উচ্চারিত হয়েছে।(সে বিজয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্তিঃ।)।

অভিজ্ঞানের উৎস সন্ধানে

পদ্মপুরাণে এবং মহাভারতের আদি পর্বের ৬৯-৭৪ সংখ্যক অধ্যায়ে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ মতানুসারে মহাকবি কালিদাস এই দুটি উৎস হতে শকুন্তলা নাটকটির সার বা কথাবস্তু গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নাটকীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নাট্যকার কালিদাস পুরাণ ও মহাভারতে উপলব্ধ কাহিনীর যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করেছেন। যেমন – পদ্মপুরাণ অনুসারে প্রিয়ংবদাও শকুন্তালার সঙ্গে রাজসভায় গিয়েছিলেন। স্নানের সময় শকুন্তলা রাজার নামাঙ্কিত আংটিটি প্রিয়ংবদার হাতে দেন এবং তা প্রিয়ংবদার হাত থেকে সরস্বতী নদীতে পড়ে যায়। মহাভারতে দুর্বাসার শাপের ঘটনা অনুপস্থিত এবং সেখানে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলার দুর্ভাগ্য প্রশমনার্থে সোমতীর্থে নয়, ফল সংগ্রহার্থে আশ্রমের বাইরে গিয়েছিলেন।

নামকরণ

অভিজ্ঞায়তে অনেন ইতি ,এই অর্থে - অভি- জ্ঞা+ল্যুট্ (করণ বাচ্যে) = অভিজ্ঞানম্। অভিজ্ঞানেন স্মৃতা = অভিজ্ঞানস্মৃতা (তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস) । অভিজ্ঞানস্মৃতা শকুন্তলা = অভিজ্ঞানশকুন্তলা। (শাকপার্থিবাদিবৎ উত্তরপদলোপী কর্মধারয় সমাস।) (শাকপার্থিবাদীনাং সিদ্ধয়ে উত্তরপদলোপস্যোপসংখ্যানম্। বার্তিক অনুসারে।) অতঃপর নাটকম্ এই পদের সহিত অভেদোপচার বশতঃ পদটি ক্লীবলিঙ্গে প্রযুক্ত হয়। অতএব প্রাতিপদিকের হ্রস্বত্বে এবং অম্ এর আগমে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ পদটি সিদ্ধ হয়।

নাটকের স্থান ও কাল

নাটকটির প্রথম অঙ্ক হতে চতুর্থ অঙ্কের ঘটনাবলীর স্থান মালিনী নদী তীরস্থ কণ্বাশ্রম। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কের স্থান রাজা দুষ্যন্তের রাজধানী হস্তিনাপুর। অন্তিম বা সপ্তম অঙ্কের ঘটনা স্থান হেমকূট পর্বতস্থ মারীচের আশ্রম। প্রথম থেকে তৃতীয় অঙ্কের সংঘটিত বৃতান্তের সময়কাল গ্রীষ্মঋতু । চতুর্থ ও পঞ্চম শরৎকাল এবং ষষ্ঠ ও সপ্তমের বসন্ত কাল। অভিজ্ঞানে দীর্ঘ সাত বছরের ঘটনা প্রবাহ বর্ণিত হয়েছে। ১ম থেকে ২য় অঙ্কের কালিক ব্যবধান বিশেষ নেই। ২য় থেকে তৃতীয় অঙ্কের কালিক ব্যবধান আনুমানিক পাক্ষিক কাল। কারণ শকুন্তলার প্রথম দর্শনে রাজা তাঁকে যেমন দেখেছিলেন তৃতীয় অঙ্কে তার সে রূপের পরিবর্তন ঘটেছে। ৩য় ও চতুর্থ অঙ্কের বিষ্কম্ভকের মধ্যে কালিক ব্যবধান আছে বেশ কিছু দিনের। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে অনুসরণ করে বলা যায় ৪র্থ ও ৫ম অঙ্কের কালিক ব্যবধান ২দিনের(কণ্বাশ্রম থেকে হস্তিনাপুরের রাস্তা দুদিনের)। ৫ম হতে ষষ্ঠ ও সপ্তম অঙ্কের কালিক ব্যবধান আনুমানিক ছয় বছর। কারণ পরবর্তী অংশে দুষ্যন্ত যখন ইন্দ্রের যুদ্ধ জয় করে মারীচাশ্রমে সর্বদমনকে দর্শন করেন তখন সে সিংহশিশুর সঙ্গে ক্রীড়ারত এবং তাপসীদ্বয় মৃন্ময় ময়ূরের লোভ দেখিয়ে তার হাত থেকে সিংহশিশুর ত্রাণের ব্যবস্থা করেন। সুতরাং এই ঘটনা হতে সর্বদমনের আনুমানিক বয়সটি কল্পনা করা যায়। উল্লেখ্য নাট্যতত্ত্ব অনুসারে নাটকটির সাতটি অঙ্কে সাতদিনের ঘটনাই চিত্রিত হয়েছে।

সাহিত্যদর্পণ নির্দিষ্ট নাটক লক্ষণের সঙ্গে অভিজ্ঞানশকুন্তলার রূপকল্পি

সাহিত্যদর্পণে উপদিষ্ট নাটকলক্ষণ	শকুন্তলায় তার প্রয়োগপূর্তি
১. *নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ*... অর্থাৎ নাটকের আখ্যান হবে কোন খ্যাত বিষয় আশ্রয়ী।	অভিজ্ঞানের আখ্যানভাগ মহাভারত বা পদ্মপুরাণের খ্যাত বৃত্তান্ত আশ্রয়ী।
২. *পঞ্চসন্ধি-সমন্বিতম্*.... অর্থাৎ নাটকীয় কথাবস্তুর ৫টি পর্ব থাকবে, এগুলি নাট্যতত্ত্বের ভাষায় পঞ্চসন্ধি নামে খ্যাত।	শকুন্তলার ১ম হতে ৭ম অঙ্কের বিভিন্ন ঘটনাক্রমে আমরা মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি নামে এই পাঁচটি নাট্যসন্ধির উপস্থিতি লক্ষ্য করি। (পরে আলোচ্য)
৩. *বিলাসর্দ্ধ্যাদিগুণবৎযুক্তং নানাবিভূতিভিঃ*..... অর্থাৎ নাটকের ভাষা হবে বিলাস(সাবলীল-গতি যুক্ত), ঋদ্ধি(গাম্ভীর্যপূর্ণ) এবং শ্লেষাদি যুক্ত। (অথবা নায়কের ধীর স্থিরভাব ও নায়ক-নায়িকার শ্রীবৃদ্ধির কথা নাটকে থাকবে।)এবং নায়ক-নায়িকাগত , নাটক কলেবরগত এবং ভাষাগত বহুপ্রকার সম্পদের দ্বারা নাটক শোভিত হবে।	শকুন্তলায় এই প্রতিটি লক্ষণের সঙ্গতি ঘটেছে। এর ভাষা সাবলীল, গাম্ভীর্যপূর্ণ বা নায়কের বিলাসভাব, ঋদ্ধগুণ এবং নায়ক নায়িকার শ্রীবৃদ্ধি এতে কীর্তিত হয়েছে। নাটকটি আখ্যানগত, ভাষাগত এবং নাট্যকলাগত বহু সম্পদে শোভিত বা সমৃদ্ধ।
৪. *সুখদুঃখসমদ্ভূতি নানারসনিরন্তরম্*... অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের ক্রমিক বর্ণনা থাকবে নাটকে। আর সেই নিরিখে নানা রসের বর্ণনাও থাকবে এখানে।	শকুন্তলাতে অগ্রে নায়ক-নায়িকার সুখ, অনন্তর দুঃখ এবং অবশেষে আবার সুখের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। আর এর ফলে সুখ, দুঃখের চিত্রণে করুণ, শৃঙ্গার, হাস্য প্রভৃতি রসের আশ্রয় হয়েছে নাটকটি।
৫. পঞ্চাদিকা দশপরাস্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ... অর্থাৎ নাটকে ৫ থেকে শুরু করে ১০টি পর্যন্ত অঙ্ক থাকবে।	অভিজ্ঞানের অঙ্ক সংখ্যা ৭টি।
৬. প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্। দিব্যোSথো দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্ নায়কো মতঃ।। অর্থাৎ নাটকের নায়ক হবেন কোন লোক প্রসিদ্ধ বংশে জাত, রাজর্ষি (রাজা হয়েও ঋষি তুল্য গুণবান্), ধীরোদাত্ত শ্রেণীর, প্রতাপান্বিত, দিব্য(নরবেশী ভগবান্ যেমন কৃষ্ণ), দিব্যাদিব্য (অর্থাৎ দেবতা হয়েও মনুষ্যাভিমানী, যেমন রামচন্দ্র) অথবা ধার্মিক অদিব্য বা ধার্মিক মনুষ্য।	শকুন্তলার নায়ক দুষ্যন্ত ধীরোদাত্ত* শ্রেণীর, বিখ্যাত পুরুবংশ জাত, প্রতাপবান্, রাজর্ষি তুল্য, অদিব্য।
৭. এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা। অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্বে কার্যং নির্বহণেSদ্ভূতম্।। অর্থাৎ ৯টি রসের মধ্যে নাটকের প্রধান বা অঙ্গীরস হবে শৃঙ্গার, বীর বা শান্ত। নাটকে অঙ্গী ও অঙ্গ রস হিসাবে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন রস থাকলেও, নির্বহণ সন্ধিতে বা উপসংহারে কবি অবশ্যই অদ্ভুত রসের প্রকাশ ঘটাবেন।	শকুন্তলার অঙ্গীরস হল শৃঙ্গার। এছাড়ও এই নাটকে করুণ, হাস্য প্রভৃতি অঙ্গরসেরও সমাবেশ ঘটেছে। নাটকটির অন্তিম অঙ্কে আমরা অদ্ভুতরসের ঘটনার সন্নিবেশ দেখি- সর্বদমনের কবচ ভ্রষ্ট হলে, রাজা সেটি ধরলেও তা রাজাকে সাপ হয়ে দংশন করে না।
৮. চত্বারঃ পঞ্চ বা মুখ্যাঃ কার্যব্যাপৃতপুরুষাঃ। গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রন্থ বন্ধনং তস্য কীর্ত্তিতম্।। অর্থাৎ নাটকে ৪ বা ৫টি প্রধান চরিত্র থাকবে, যারা বিভিন্ন নাটকীয় ঘটনার অগ্রগতিতে নায়ককে সহায়তা করবেন। আর নাটকের আখ্যানভাগের বাঁধুনী হবে গোপুচ্ছাগ্রের ন্যায়। গোপুচ্ছ যেমন ক্রমে সূক্ষ্ম হতে স্ফীত এবং স্ফীত হতে সূক্ষ্ম হয় অথবা বহু ছোট বড় কেশের সমন্বয়ে গঠিত হয় তদ্রূপ হবে নাটকের বাঁধুনী।	শকুন্তলায় কাহিনীর অগ্রগতিতে নায়ক দুষ্যন্তের সহায়ক হিসাবে বিদূষক মাধব্য,ধীবর,মাতলি প্রমুখের নাম করতে পারি। অভিজ্ঞানের কথাবস্তুতে আমরা দেখি দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রেম সাবলীল বা সূক্ষ্মভাবে শুরু হয়ে ক্রমে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে স্ফীত হয়েছে এবং অবশেষে সব প্রতিকূলতার অবসানে মারীচাশ্রমে উভয়ের মিলন হয়েছে। অথবা শকুন্তলার মুখ্য উপাখ্যানের সহায়করূপে বহু অবান্তর কাহিনীও এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, যাদের উৎপত্তি এবং নিষ্পত্তি মূল আখ্যান শেষের অনেক আগেই হয়েছে। যেমন- ধীবরবৃত্তান্ত, দুর্বাসার শাপ প্রভৃতি।

অভিজ্ঞানে পঞ্চসন্ধি

নাট্যশাস্ত্র স্বীকৃত ৫টি নাট্য সন্ধি যথাক্রমে – মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি। সাহিত্যদর্পণ অনুসারে তাদের সামান্য পরিচয়এবং অভিজ্ঞানে এই ৫নাট্য সন্ধির প্রয়োগ স্থল নির্দেশিত হল –

●মুখসন্ধিতে নায়ক-নায়িকার প্রণয়ের পূর্বরাগ এবং অনুরাগ সূচিত হয়। এই সন্ধিতে বহু বৃত্তান্তের এবং শৃঙ্গারাদির রস সন্নিধানে নাটকীয় বীজের উৎপত্তি হয়।(যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা।/প্রারম্ভেণ সমাযুক্তা তন্মুখং পরিকীর্ত্তিতম্।।) শকুন্তলায় এর প্রকাশ "শান্তমিদম্ আশ্রমপদং....." অংশে। এটিই নাটকের বীজ এবং মুখসন্ধির শুরু।প্রথম অঙ্কের হস্তিবৃত্তান্তের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা মুখ সন্ধির অন্তর্গত।

● মুখসন্ধিতে আরব্ধ প্রধান ফলের সামান্য প্রকাশ এবং ফল সাধনের সামান্য উপায় যেখানে লক্ষ্য করা যায় তা প্রতিমুখ সন্ধি।(ফলপ্রধানোপায়স্য মুখসন্ধিনিবেশিনঃ।/ লক্ষ্যালক্ষ্য ইবোদ্ভেদো যত্র প্রতিমুখঞ্চ তৎ।।) শকুন্তলার ২য় অঙ্কের প্রারম্ভে রাজা মাধব্যকে (নায়িকা শকুন্তলার প্রতি লক্ষ্য রেখে) বলেছেন –"মাধ্ব্য অনাব্যাপ্তচক্ষুঃ ফলোঽসি ...' এই অংশ থেকে শুরু করে, প্রধান ফল লাভের উপায় ভূত পুনরায় কণ্বাশ্রমে গমনকাল অর্থাৎ ৩য় অঙ্কের শেষ অবধি প্রতিমুখ সন্ধি।

●নাটকের মুখ্য প্রয়োজনকে বা ফলকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে গর্ভসন্ধি। (ফলপ্রধানোপায়স্য প্রাগুদ্ভিন্নস্য কিঞ্চন।/ গর্ভো যত্র সমুদ্ভেদো হ্রাসান্বেষণবান্ মুহূঃ।) দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ববিধিতে পরিণয় করেন এই বর্ণনার অংশ হল গর্ভসন্ধি। তৃতীয় অঙ্কের শুরু থেকে পঞ্চম অঙ্কের শকুন্তলার আংটি দেখানোর ব্যার্থ প্রয়াস পর্যন্ত ঘটনা গর্ভ সন্ধি।

●গর্ভসন্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত ঘটনা বিমর্ষসন্ধিতে এসে হঠাৎ মোচড় খায় । পূর্বের পূর্বের সন্ধিতে যে বীজ উপ্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত, তা এখানে আরও উদ্ভাসিত বা স্পষ্ট হলেও হঠাৎ অভিশাপাদির সন্নিবেশে ব্যাহত হয় এখানে। (যত্র মুখ্যফলোপায় উদ্ভিন্নো গর্ভতোঽধিকঃ।/ শাপাদ্যৈঃ সান্তরায়শ্চ স বিমর্ষ ইতি স্মৃতঃ।।)। শকুন্তলার ৪র্থ অঙ্কের দুর্বাসার শাপ হতে ষষ্ঠ অঙ্কের শেষ পর্যন্ত ঘটনা।

●বিমর্ষ সন্ধির দুঃখভাব কেটে গিয়ে বিভিন্ন ঘটনাবর্তের মাধ্যমে নাটক যখন তার মুখ্য ফল লাভ করে তখন তাকে নির্বহণ সন্ধি বা উপসংহৃতি সন্ধি বলা হয়।(বীজবন্তো মুখাদ্যর্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্। /একার্থমুপনীয়ন্তে যত্র নির্বহণং হি তৎ।।) শকুন্তলা নাটকে বিবিধ দুঃখভোগের পর নায়ক-নায়িকার আবার স্বর্গীয় মারীচ আশ্রমে পুনর্মিলনের অর্থাৎ সমগ্র ৭ম অঙ্কের ঘটনা নির্বহণ সন্ধি।

শকুন্তলা নাটকে নাট্যশাস্ত্রোক্ত অর্থোপক্ষেপকের প্রয়োগ

নাট্যশাস্ত্র অনুসারে, রসভঙ্গের কারণে নাটকের অঙ্ক-মধ্যে বহুদিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত কোন ঘটনা দেখানো যাবে না । কিন্তু সেই ঘটনা যদি মূল আখ্যানভাগের পৌর্বাপর্য বোধের ও কাহিনীর অগ্রগতি পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়, তাহলে অর্থোপক্ষেপকের মাধ্যমে তার উপস্থাপন করতে হবে। "অর্থান্ সরসবৃত্তান্তান্ উপক্ষিপন্তি উপস্থাপয়ন্তীতি অর্থোপক্ষেপকাঃ " সরস অথচ দীর্ঘ বা আগন্তুক বিষয়কে নাটকের মধ্যে সূচনা করে বলে এর নাম অর্থোপক্ষেপক। সাহিত্যদর্পণকার ৫ প্রকারের অর্থোপক্ষেপক স্বীকার করেছেন – বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, চূলিকা, অঙ্কাবতার এবং অঙ্কমুখ। সাধারণভাবে প্রতিটি অর্থোপক্ষেপকেই দুই অঙ্কের মধ্যবর্তী হয় এবং উভয় অঙ্কের ঘটনা বিন্যাসের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে (তবে অঙ্কের আদিতেও এর উপস্থাপন হতে পারে)। এই ৫ প্রকার অর্থোপক্ষেপকের মধ্যে শকুন্তলা নাটকের তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে বিষ্কম্ভক, ষষ্ঠ অঙ্কের প্রারম্ভে প্রবেশকের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি।

●মধ্যবর্তী বৃত্তান্তের সূচনা করে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ঘটনার মধ্যে সংযোগ সাধন করে বিষ্কম্ভক। (বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ।/ সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভ আদাবঙ্কস্য দর্শিতঃ)। শকুন্তলা নাটকের তৃতীয়াঙ্কের প্রারম্ভে বিষ্কম্ভক

অংশে কণ্বশিষ্যের এবং প্রিয়ংবদার পরোক্ষ কথোপকথনে দুষ্যন্তগত-প্রাণা অসুস্থা শকুন্তলার কথা জানতে পারি। অতঃপর অসুস্থা শকুন্তলাকে আশ্রয় করে এই অঙ্কের পরবর্তী ঘটনাবলী প্রসরিত হয়েছে। ঠিক তেমনই চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে বিষ্কম্ভক অংশে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার কথোপকথন হতে আমার শকুন্তলার প্রতি ঋষি দুর্বাসার শাপের কথা জানতে পারি। যা নাটকটির সাবলীল গতির পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

• বিষ্কম্ভকের মতো প্রবেশকও অতীত ও ভবিষ্যৎ আখ্যানের মধ্যে সংযোজকের কাজ করে। উভয়ের পার্থক্য মূলতঃ বিষ্কম্ভকের ভাষা হবে সংস্কৃত বা প্রাকৃত ও নীচ বা মধ্যম পাত্র দ্বারা তা প্রযুক্ত হবে। কিন্তু প্রবেশকের ভাষা সংস্কৃতভিন্ন কেবল প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষা। আর এর প্রযোক্তা হবে কেবল নীচ পাত্রেরা । (প্রবেশকোऽনুদাত্তোক্ত্যা নীচপাত্রপ্রয়োজিতঃ।/ অঙ্কদ্বান্তর্বিজ্ঞেয়ঃ শেষং বিষ্কম্ভকে যথা।।)। শকুন্তলা নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের প্রারম্ভিক ধীবর বৃত্তান্ত প্রবেশক শ্রেণীর অর্থোপক্ষেপক। সমগ্র ধীবর বৃত্তান্তটি প্রাকৃত ভাষাশ্রয়ী এবং এই অংশের অনুষ্ঠাতৃগণ বিদ্যা বা শিক্ষা-দীক্ষায় অধম বা নীচ শ্রেণীর।

অভিজ্ঞানশকুন্তলার প্রস্তাবনা

নাট্যারম্ভে নাট্যমঞ্চে নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর প্রবেশের অনুকূল ঘটনাকে নাট্যশাস্ত্রের পরিভাষায় আমুখ বা প্রস্তাবনা বলা হয়। নান্দী পাঠের পর সূত্রধার নট, নটী, বিদূষক প্রমুখ চরিত্রের সঙ্গে বিচিত্র কথোপকথনের মাধ্যমে এর প্রয়োগ ঘটান।(নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা।/সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্বতে।।/চিত্রবাক্যৈঃ স্বকার্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মথঃ।/ আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা।।) সাহিত্যদর্পণকার ৫ প্রকারের প্রস্তাবনা স্বীকার করেছেন- উদ্ঘাত্যক, কথোদ্ঘাত, প্রয়োগতিশয়, প্রবর্তক এবং অবলগিত।

•শকুন্তলা নাটকের প্রস্তাবনা শেষোক্ত অবলগিত শ্রেণীর। যেকোন একটি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়ে, উপমানরূপে উপস্থাপিত বিষয়কে কেন্দ্র করে নাট্যমঞ্চে পাত্র প্রবেশ ঘটানো হলে, সেটি বিশবনাথ কবিরাজের মতে অবলগিত শ্রেণীর প্রস্তাবনা। (যত্রৈকত্র সমাবেশাৎ কার্যমন্যৎ প্রাসাধ্যতে।/ প্রয়োগে খলু তজ্জ্ঞেয়ং নাম্নাऽবলগিতং বুধৈঃ।।) শকুন্তলা নাটকে দেখি নটী কৃতক গীত সারঙ্গরাগের গান শুনে বিমুগ্ধ সূত্রধার বললেন – বিচিত্র বর্ণের মৃগ(সারঙ্গ) যেমন রাজা দুষ্যন্তকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছে ঠিক তেমনি নটীর গীতি সূত্রধার কে। এই উপমান উপস্থাপনের অব্যবহিত পরেই মৃগানুসারী রাজাকে আমরা নাট্যমঞ্চে উপস্থিত হতে দেখি।

অভিজ্ঞানশকুন্তলার নান্দী

নাট্যবস্তু অভিনয়ের পূর্বে কুশীলবেরা রঙ্গবিঘ্ন প্রশমনের জন্য স্তুতি, ধ্বজপূজাদির কিছু অনুষ্ঠান করেন এদের পূর্বরঙ্গ বলা হয়। পূর্বরঙ্গের ২২প্রকার অনুষ্ঠানের মধ্যে নান্দী অন্যতম। নান্দী শব্দের আক্ষরিক অর্থ আহ্লাদদায়িনী। যে আশীর্বচনের দ্বারা দেবতা,দ্বিজ, নৃপ প্রমুখের সন্তোষ বিধানের বা আনন্দ বিধানের মাধ্যমে অভীপ্সিত কামনার পূর্তি প্রার্থনা করা হয়, মাঙ্গলিক শব্দযুক্ত(চন্দ্র, শঙ্খ, অব্জ, কোক, কুমুদ) নাটকের প্রারম্ভিক সেই পাদরাজিকে নান্দী বলা হয়। (আশীর্বচনসংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রযুজ্যতে। দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা।।) নান্দীর পদসংখ্যা হব আট বা বারো। অতএব পদসংখ্যার উপর নির্ভর করে নান্দী দুপ্রকার বলা যায়- অষ্টপদা এবং দ্বাদশপদা।

•শকুন্তলা নাটকের "যা সৃষ্টিঃ....." প্রভৃতি শ্লোকে অবান্তর আটটি পদ বা বাক্য থাকায় তা অষ্টপদা নান্দীর লক্ষণাক্রান্ত। এই আটটি পাদ যথাক্রমে -১. যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা। ২. বহতি বিধিহুতং যা হবিঃ। ৩. যা চ হোত্রী। ৪. যে দ্বে কালং বিধত্তঃ। ৫. শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্। ৬. যামাহু সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি। ৭. যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ। ৯. প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ।

• নাট্যদর্পণ(রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র রচিত) অনুসারে নান্দী ৪ প্রকারের – নমস্কৃতি, মাঙ্গলিকী, আশীঃ ও পত্রাবলী। রাঘবভট্ট শকুন্তলার নান্দীকে পত্রাবলী নান্দী বলেছেন। কারণ এই নান্দীর মাধ্যমে নাটকটির কথাবস্তু বীজাকারে সমাসোক্তি বা শ্লেষের মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।(যস্যাং বীজস্য বিন্যাসো হ্যভিধেয়স্য বস্তুনঃ। শ্লেষেণ বা সমাসোক্ত্যা নান্দী পত্রাবলী সা)

• রাঘবভট্টের অনুসরণে ব্যাপারটি স্পষ্ট করা যাক্ –১.শ্লোকস্থ ঈশঃ পদের দ্বারা দুষ্যন্তও সূচিত হয়েছে, মনুসংহিতাতে রাজাকে অষ্ট দিক্‌পালের প্রতিমূর্ত্তি বলা হয়েছে। সুতরাং অষ্টমূর্ত্তিধর শিবের সঙ্গে রাজা তলনীয়। ২. স্রষ্টুরাদ্যা সৃষ্টিঃ – শকুন্তলা (স্ত্রীরত্নসৃষ্টিপরা প্রতিভাতি সা মে।ইত্যাদি শ্লোকে শকুন্তলাকে প্রথমা বা শ্রেষ্ঠা সৃষ্টি বলা হয়েছে।) ৩. যা বিধিহুতং হবিঃ বহতি – এই অংশেও শকুন্তলাকে নির্দেশ করা হয়েছে।(কারণ দুষ্যন্ত কর্তৃক বিধি অনুসারে আধিত গর্ভ শকুন্তলা ধারণ করেছেন।)। ৪. হোত্রী – মহর্ষি কণ্ব। ৫. যে দ্বে কালং বিধত্তঃ – অংশে অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদাও নির্দেশিত হয়েছেন। এই দুই সখী কর্তৃক শাপান্ত কাল সূচিত হয়েছে। ৬. শ্রুতিবিষয়গুণা – প্রভৃতি অংশে পাতিব্রত্যাদি গুণ বিভূষিতা বিশ্ববিশ্রুতা শকুন্তলা সূচিত হয়েছে। ৭. সর্ববীজপ্রকৃতি – পদে সর্বদমন তথা মাতা শকুন্তলা সূচিত হয়েছে। ৮. যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ অংশে পুত্র সহ শকুন্তলাকে নিয়ে রাজার রাজ্যে প্রত্যাগমন সূচিত হয়েছে। এই ভাবে নান্দীর পাদগুলির মাধ্যেমে শকুন্তলা-নাটকের বিষয়বস্তু বীজাকারে নির্দেশিত হয়েছে।

<u>আরও কিছু তথ্যাবলী</u>

•অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক বৈদর্ভী রীতিতে রচিত। বৈদর্ভী রীতি মহাকবি কালিদাসের প্রিয় রীতি। এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ উক্তি হল – বৈদর্ভীরীতিসন্দর্ভে কালিদাসো বিশিষ্যতে। বা বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরম্ ইত্যাদি।

• অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের কিছু প্রসিদ্ধ টীকা এবং টীকাকার - রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতনিকা', নীলকণ্ঠদীক্ষিতের – 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা-ব্যাখ্যান', জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের 'সুখবোধিনী', বিধুভূষণ গোস্বামীর 'সরলা', হরিদাস-সিদ্ধান্তবাগীশের 'অভিজ্ঞান-কৌমুদী', প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের 'বিষমপদটীকা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

•অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের প্রথম ইংরেজি অনুবাদ করেন স্যার উলিয়াম জোন্স 1789 সালে। তিনি অনূদিত গ্রন্থটির নাম দেন – The Fatal Ring. বাংলাভাষার শকুন্তলার বিখ্যাত অনুবাদ গুলির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত অনুবাদ(১৮৫৪ সালে) এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত(১৮৯৫) অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখের দাবীদার।

* স্থৈর্যগুণযুক্ত, তেজস্বী, আত্মগর্বহীন, বিনয়ের দ্বারা গর্বকে যিনি ঢেকে রাখেন এমন ব্যক্তিই ধীরোদাত্ত প্রকৃতির নায়ক – অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ। স্থেয়ান্ নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ।।